মা দ ক দ্র ব্য নি য় ন্ত্র ণ অ ধি দ প্ত র

মাসিক বুলেটিন

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের মাসিক বুলেটিন | সংখ্যাঃ ২৭ | বর্ষঃ তৃতীয় | মার্চ ২০০৭

রমনা, তেজগাঁও ও মোহাম্মদপুরে গাঁজা উদ্ধার

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের ঢাকা গোয়েন্দা অঞ্চলের কর্মকর্তারা গত ২৫ ও ২৮ ফেব্রুয়ারি এবং ৩ ও ৪ মার্চ/০৭ তারিখে ঢাকার বিভিন্ন এলাকা থেকে বিপুল পরিমাণ গাঁজা উদ্ধার করে। ২৫ ফেব্রুয়ারি ঢাকার তেজগাঁও থানাধীন কাওরানবাজারস্থ রেল লাইনের পূর্বপার্শ্বের রেলওয়ে বস্তিতে মোঃ আব্দুল ওরফে চাঁন মিয়ার (৪৫) অস্থায়ী বসতঘর থেকে ২ কেজি গাঁজা এবং রমনা থানাধীন মধুবাগ ঝিলপাড়া থেকে ৯৭৬ গ্রাম গাঁজা ও গাঁজা বিক্রয়লব্ধ ১০,০৭০/-(দশ হাজার সত্তর) টাকাসহ মোঃ রফিক (৪৫), মোসাম্মদ জহুরা বেগম (৩৫) কে গ্রেফতার করে। মধুবাগস্থ মামলার অপর আসামী মোসাম্মদ নাহার বেগম পলাতক রয়েছে। ২৮ ফেব্রুয়ারি ঢাকা কোতোয়ালী থানাধীন নীমতলীস্থ মাজেদ সরদার রোডস্থ পুরাতন রেডিও অফিস এলাকা থেকে ৭০০ এম্পুল টিডিজেসিক ইনজেকশন, ১ কেজি ৫ শত গ্রাম গাঁজা, গাঁজা বিক্রয়লব্ধ ৮,০০০.০০ (আটহাজার) নগদ টাকা এবং ১ টি মোবাইল সেটসহ মোঃ ইউসুফ আহাম্মেদ নামে এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করে। ৩ মার্চ/০৭ বর্ণিত রেলওয়ে বস্তি থেকে ৬০০ গ্রাম গাঁজাসহ পরমিলা খাতুন (৩৫) কে এবং ১ কেজি গাঁজাসহ কোহিনুর বেগম (সনিয়া) কে গ্রেফতার করা হয়। ৪ মার্চ/০৭ ঢাকার পশ্চিম আগারগাঁওস্থ বিএনপি বস্তিবাজার এলাকা থেকে ৭ কেজি গাঁজাসহ মোসাম্মদ রুমি আক্তার (২০) কে গ্রেফতার করা হয়। এ ঘটনার সাথে জড়িত অপর আসামী মোসাম্মদ রাবেয়া বেগম পলাতক রয়েছে।

নিরোধ শিক্ষামূলক কার্যক্রম ও মাদকবিরোধী প্রচারাভিযান

মাদকদ্রব্যের ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে গণসচেতনতা সৃষ্টি ও মাদকের বিরুদ্ধে ব্যাপক জনমত গড়ে তোলার লক্ষ্যে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ের অফিসসমূহ মাদকবিরোধী প্রচারাভিযানের উপর গুরত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। ব্যাপক গণসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের পাশাপাশি বিভিন্ন বেসরকারী সংস্থা মাঠ পর্যায়ে নিরোধ শিক্ষামূলক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ের অফিসসমূহ ফেব্রুয়ারি/০৭ মাসে মোট ৫০৬ টি নিরোধ শিক্ষামূলক কার্যক্রমের আয়োজন করে। গণসচেতনতামূলক কার্যক্রমকে কার্যকরী করার জন্য এ বিষয়গুলো গুরুত্বের সাথে প্রতিপালন করা প্রয়োজন। ফেব্রুয়ারি/০৭ মাসের নিরোধ শিক্ষামূলক কার্যক্রমের একটি বিবরণী নিম্নে তুলে ধরা হলো।

১. মাইকিং কর্মসূচী- ১১ টি।

২. মাদকবিরোধী আলোচনা সভা- ৪১৯ টি।

৩. অভিযানকালে গণসচেতনতা কার্যক্রম- ৫২ টি।

৪. পোস্টার ও লিফলেট বিতরণ কর্মসূচী- ১৮

ফরিদপুরে অভিনব কায়দায় ফেন্সিডিল পাচারকালে আটককৃত মাহাবুল হোসেন।

ফরিদপুরে ফেন্সিডিলসহ একজন গ্রেফতার

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের ফরিদপুর উপ-অঞ্চল, সদর সার্কেলের একটি বিশেষ টিম গত ৫ ফেব্রুয়ারি/০৭ তারিখে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে রাজবাড়ী রাস্তার মোড়ে চাকলাদার পরিবহনে অভিযান চালিয়ে মাহাবুল হোসেন নামে একজনকে তল্লাশী করে তার শরীরে পেচানো অবস্থায় (বিশেষ পদ্ধতিতে তৈরী লাইফ জ্যাকেট ভর্তি) ৬ লিটার ফেন্সিডিল উদ্ধার করে।

সম্পাদকের কথা

মাদকাসক্তি অপরাধ প্রবণতা জন্ম দেয়

একজন মানুষ যখন মাদকের মত মারাত্মক নেশার দিকে এগুতে থাকে তখন তার মধ্যে দেখা দেয় অস্থিরতা, বিষন্নতা এবং খিটখিটে মেজাজ। সামান্য বিষয় নিয়েই পরিবারের অপরাপর সদস্যদের সাথে অসদাচরণ করতে থাকে। এভাবে ধীরে ধীরে তার পারিবারিক সম্পর্কের দূরত্ব সৃষ্টি হতে থাকে। মাদকাসক্তির ফলে তার মধ্যে জাগ্রত হতে থাকে অপরাধ প্রবণতা। এই অপরাধ প্রবণতার প্রভাব প্রথমে পড়ে তার পরিবারের উপর। মাদকাসক্তের অপরাধ প্রবণতার সবচেয়ে বড় কারণ নেশার টাকা সংগ্রহ করা। একজন মানুষ যখন মাদকাসক্ত হয় তখন তার অর্থের চাহিদা বেড়ে যায়। এই অর্থ চাহিদা প্রথমদিকে তুলনামূলক কম থাকে কারন প্রথমদিকে তার মাদক চাহিদাও কম থাকে। এই টাকা প্রথমে সে তার পরিবারারের সদস্য, নিকট আত্মীয় বা বন্ধু বান্ধবদের কাছ থেকে বিভিন্ন কারন দেখিয়ে নিয়ে থাকে। এমন এক সময় আসে যখন তার নেশার টাকার নিজস্ব বা পারিবারিক উৎস বন্ধ হয়ে যায় কিন্তু তার মাদক চাহিদা তীব্র থেকে তীব্রতর হয়ে যায়। নেশার টাকা সংগ্রহ করার জন্য পাগল হয়ে উঠে। তার হিতাহিত জ্ঞান তখন লোপ পায়। তার মধ্যে তখন একটা জিনিসই কাজ করে তাহলো যেকোন মূল্যে টাকা সংগ্রহ করতেই হবে। তার দ্বারা তখন যেকোন ধরনের কাজ করা সম্ভব। আর তখনই সে শুরু করে চাঁদাবাজি, চুরি-ডাকাতি, ছিনতাই, রাহাজানি। এভাবেই তার বিচরণ শুরু হয় অপরাধ জগতে। আর এই অপরাধ প্রবণতা এমনই একটি সামাজিক ব্যধি যা বন্ধ করা না গেলে ধীরে ধীরে বাড়তেই থাকবে। যার প্রভাব পড়বে গোটা জাতির উপর। মাদকাসক্ত ব্যক্তি যেমন ধ্বংস হতে থাকবে তেমনই ক্ষতিসাধন করতে থাকবে পারিপার্শ্বিক পরিবেশ। যার ফল ভোগ করতে হবে পরিবার ও সমাজকে।

প্রিকারসর কেমিক্যাল আমদানি সংক্রান্ত মাসিক বিবরণী

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠানে ব্যবহৃত প্রিকারসর কেমিক্যালস এর আমদানীর বিষয়ে অনুমোদন দিয়ে থাকে। বর্তমান অর্থবছরের শুরু থেকে ফেব্রুয়ারি/০৭ পর্যন্ত বিভিন্ন প্রিকারসর এর অনুমোদিত বার্ষিক কোটা ও আমদানীর পরিমাণ নিম্নরূপঃ

প্রিকারসর কেমিক্যালের নাম	আমদানির বার্ষিক কোটার পরিমাণ	জুলাই/০৬ হতে ফেব্রুয়ারি/০৭ পর্যন্ত আমদানীর পরিমাণ	ফেব্রুয়ারি/০৭ মাসে আমদানীর পরিমাণ
টলুইন	৮,৯২৫.৭৯৯ মেঃ টন	১,১১৩.৩৯ মেঃ টন	১২৯.১৮ মেঃ টন
এসিটিক এনহাইড্রাইড	১,২৫৬.৯৩৫ মেঃ টন	২৯৯.১৪৫ মেঃ টন	---
এসিটোন	৪,৪১৬.২৩১ মেঃ টন	৩৮২.৪০ মেঃ টন	২৬.০৮ মেঃ টন
মিথাইল ইথাইল কিটোন	৩,০০১.৪১৭ মেঃ টন	১৯৪.৮৮৪ মেঃ টন	৫২.৮০ মেঃ টন
পটাশিয়াম পারম্যাংগানেট	১,৭৫৭ মেঃ টন	৬৫ মেঃ টন	---

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের উপ-অঞ্চল ও গোয়েন্দা অঞ্চলভিত্তিক ফেব্রুয়ারি/০৭ মাসের মামলার পরিসংখ্যান

ক্র/নং	উপ-অঞ্চলের নাম	দায়েরকৃত মামলার সংখ্যা	আসামীর সংখ্যা
১	ঢাকা-মেট্রো উপ-অঞ্চল	১০৬	১১৩
২	ঢাকা উপ-অঞ্চল	৪৪	৪৯
৩	ময়মনসিংহ উপ-অঞ্চল	৩৫	৩৯
৪	ফরিদপুর উপ-অঞ্চল	১৮	১৭
৫	টাংগাইল উপ-অঞ্চল	৯	৯
৬	জামালপুর উপ-অঞ্চল	৬	৭
৭	চট্রগ্রাম-মেট্রো উপ-অঞ্চল	৫১	৪৯
৮	চট্রগ্রাম উপ-অঞ্চল	৯	৬
৯	সিলেট উপ-অঞ্চল	৩৯	৩৮
১০	নোয়াখালী উপ-অঞ্চল	১১	১৪
১১	কুমিল্লা উপ-অঞ্চল	২৫	২৮
১২	কক্সবাজার উপ-অঞ্চল	১০	৯
১৩	রাঙ্গামাটি উপ-অঞ্চল	৫	৫
১৪	খাগড়াছড়ি উপ-অঞ্চল	৪	২
১৫	বান্দরবান উপ-অঞ্চল	১	১
১৬	খুলনা উপ-অঞ্চল	২৬	৩৬
১৭	যশোর উপ-অঞ্চল	৩৫	৪০
১৮	কুষ্টিয়া উপ-অঞ্চল	১১	১১
১৯	বরিশাল উপ-অঞ্চল	৩	৩
২০	পটুয়াখালী উপ-অঞ্চল	৩	৪
২১	রাজশাহী উপ-অঞ্চল	৬২	৭১
২২	পাবনা উপ-অঞ্চল	২০	২১
২৩	বগুড়া উপ-অঞ্চল	১৭	১৯
২৪	রংপুর উপ-অঞ্চল	৩৯	৪৬
২৫	দিনাজপুর উপ-অঞ্চল	১৯	১৯
২৬	ঢাকা গোয়েন্দা অঞ্চল	১৩	২৩
২৭	রাজশাহী গোয়েন্দা অঞ্চল	৯	৯
২৮	চট্টগ্রাম গোয়েন্দা অঞ্চল	৯	১৩
২৯	খুলনা গোয়েন্দা অঞ্চল	১	১
	সর্বমোটঃ	৬৪০	৭০২

উপ–অঞ্চলসমূহ কর্তৃক দায়েরকৃত মামলাসমূহ পর্যলোচনা করে দেখা যায় যে, জানুয়ারি/০৭ মাসের তুলনায় ফেব্রুয়ারি/০৭ মাসে মামলার সংখ্যা হ্রাস পেয়েছে ৫ টি এবং আসামীর সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে ২৩ জন। তাছাড়া উল্লেখযোগ্য মামলার সংখ্যা হ্রাস পাওয়া অব্যাহত রয়েছে।

৩

আলামতভিত্তিক মামলা ও আসামীর পরিসংখ্যান

ফেব্রুয়ারি/০৭ মাসে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর মাঠ পর্যায়ের অপরাধ দমন অভিযান, তল্লাশী, অবৈধ মাদক উদ্ধার ও অপরাধীদের গ্রেফতারে বেশ তৎপর ছিল। ফেব্রুয়ারি/০৭ মাসে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর কর্তৃক দায়েরকৃত মামলার সংখ্যা ৬৪০ টি এবং আসামীর সংখ্যা ৭০২ জন। অধিদপ্তরের ফেব্রুয়ারি/০৭ মাসের আলামতভিত্তিক মামলা, আসামী ও উদ্ধারকৃত মাদকদ্রব্যের বিবরণ নিম্নে তুলে ধরা হলো।

মাদকদ্রব্যের নাম	মামলার সংখ্যা	আসামীর সংখ্যা	মাদকদ্রব্যের পরিমাণ
হেরোইন	১৫৪	১৮০	০.৮৩১ কেজি
গাঁজা	২১৩	২২৪	১৪০.০৮২ কেজি
গাঁজা গাছ			৭৪৭৩ টি
অবৈধ চোলাই মদ	১৩১	১৩১	১৪২৫ লিটার
বিদেশী মদ (লুজ)	১	২	১৩৬৮০.৫ লিটার
বিদেশী মদ (বোতল)	১৩	৯	১৬৬ বোতল
বিয়ার	৩	৫	১২৪ ক্যান
রেক্টিফাইড স্পিরিট	১০	১২	৩৭.৫৬ লিটার
ডিনেচার্ড স্পিরিট	৪	৪	৪২ লিটার
ফেন্সিডিল (বোতল)	৮৩	১০৪	১২৯৬ বোতল
ফেন্সিডিল (লুজ)			২৫.১ লিটার
তাড়ী (টোডি)	১৭	১৭	২৫৬০ লিটার
পেথিডিন	২	২	২১ এ্যাম্পুল
টি.ডি জেসিক ইঞ্জেকশন	১	১	২০ এ্যাম্পুল
জাওয়া	১	১	১৬৪৫৫ লিটার
বনোজেসিক ইঞ্জেকশন	৬	৭	১২০ এ্যাম্পুল
ইয়াবা টেবলেট	১	৩	৩০ টি
নগদ অর্থ			৩০০০২ টাকা
সি, এন, জি			১ টি
মোবাইল সেট			১৩ টি
মোটর সাইকেল			১ টি
মোট	৬৪০	৭০২	

রাজস্ব আদায়

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের অঞ্চলভিত্তিক ২০০৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের সাথে ২০০৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের রাজস্ব আদায়ের তুলনামূলক একটি বিবরণী নিম্নে তুলে ধরা হলো।

ক্র/নং	অঞ্চলের নাম	ফেব্রুয়ারি/০৬	ফেব্রুয়ারি/০৭
১।	ঢাকা অঞ্চল	৩৭,৭৮,০৮৯	১৯,৩৫,৫৪৪
২।	চট্টগ্রাম অঞ্চল	৫৫,২১,৪৪৬	৬১,৯৮,৫৭০
৩।	খুলনা অঞ্চল	১,২৯,৬৩,১২৯	১,৮১,০২,২৮৬
৪।	রাজশাহী অঞ্চল	৩৫,০২,৩০৭	৩৯,৫৫,৩৮৮
	মোট	২,৫৭,৬৪,৯৭১	৩,০১,৯১,৭৮৮

আইন-আদালত

ফেব্রুয়ারি/০৭ মাসে মোট ২৮৭ টি মামলা নিস্পত্তি হয়। এর মধ্যে সাজা প্রাপ্ত মামলার সংখ্যা ১২৮ টি, খালাস প্রাপ্ত মামলার সংখ্যা ১৫৭ টি । অন্যান্যভাবে নিস্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা ২ টি। সাজাপ্রাপ্ত আসামীর সংখ্যা ১৪৪ জন এবং খালাসপ্রাপ্ত ব্যক্তির সংখ্যা ১৭৪ জন। ফেব্রুয়ারি/০৭ মাস পর্যন্ত অনিস্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা ৩৩৫৮২ টি। উপ-অঞ্চলভিত্তিক নিস্পত্তিকৃত মামলার বিবরণ নিম্নরূপঃ

ক্রঃ নং	উপ-অঞ্চলের নাম	সাজপ্রাপ্ত মামলার সংখ্যা	সাজাপ্রাপ্ত আসামীর সংখ্যা	ফেব্রুয়ারি/ ০৭ পর্যন্ত অনিস্পত্তিকৃত মামলা
১	ঢাকা-মেট্রো উপ-অঞ্চল	৬৭	৭৭	৪৫৪৪
২	ঢাকা উপ-অঞ্চল	১০	১৩	৩১৬৯
৩	ময়মনসিংহ উপ-অঞ্চল	-	-	২২৩৯
৪	ফরিদপুর উপ-অঞ্চল	৪	৪	৫৭১
৫	টাংগাইল উপ-অঞ্চল	২	২	৫৪৭
৬	জামালপুর উপ-অঞ্চল	১	১	৪৪১
৭	ঢাকা গোয়েন্দা অঞ্চল	-	-	-
৮	চট্রগ্রাম মেট্রো উপ-অঞ্চল	-	-	২৭৫৯
৯	চট্রগ্রাম উপ-অঞ্চল	-	-	৮৭৪
১০	নোয়াখালী উপ-অঞ্চল	২	২	৫২৬
১১	কুমিল্লা উপ-অঞ্চল	২	২	১৭২২
১২	কক্সবাজার উপ-অঞ্চল	-	-	৫৩৯
১৩	রাঙ্গামাটি উপ-অঞ্চল	-	-	১৫১
১৪	খাগড়াছড়ি উপ-অঞ্চল	-	-	৭
১৫	বান্দরবান উপ-অঞ্চল	-	-	৫৯
১৬	চট্টগ্রাম গোয়েন্দা অঞ্চল	-	-	৪৩৬
১৭	সিলেট উপ-অঞ্চল	১	১	২২৭০
১৮	খুলনা উপ-অঞ্চল	৬	৬	৮০০
১৯	যশোর উপ-অঞ্চল	২	২	১১১৫
২০	কুষ্টিয়া উপ-অঞ্চল	৪	৪	৬৪০
২১	খুলনা গোয়েন্দা অঞ্চল	-	-	৯৫
২২	বরিশাল উপ-অঞ্চল	-	-	২৬৬
২৩	পটুয়াখালী উপ-অঞ্চল	-	-	৭৩
২৪	রাজশাহী উপ-অঞ্চল	৭	৭	৩৬৪৩
২৫	পাবনা উপ-অঞ্চল	৭	৮	১৪১৪
২৬	বগুড়া উপ-অঞ্চল	২	২	১২৪৯
২৭	রংপুর উপ-অঞ্চল	৪	৫	১৭৯৪
২৮	দিনাজপুর উপ-অঞ্চল	৭	৮	১৩৩১
২৯	রাজশাহী গোয়েন্দা অঞ্চল	-	-	৩০৮
	সর্বমোটঃ	১২৮	১৪৪	৩৩৫৮২

Drug Culture: Marijuana Is Top US Cash Crop

Us growers produce nearly $35 billon worth of marijuana annually, making the illegal drug the country's largest cash crop, bigger than corn and wheat combined, an advocate of medical marijuana use said in a study released on Monday. The report, conducted by Jon Gettman, a public policy analyst and former head of the national Organisation for the Reform of Marijuana Laws, also concluded that five US states produce more than $1 billion worth of marijuana apiece: California, Tennessee, Kentucky, Hawaii and Washington. California's production alone was about $13.8 billion according to Gettman, who waged an unsuccessful six-year legal battle force the government to remove marijuana from a list of drug deemed to have no medical value. Tom Riley, spokesman for the US Office of National Drug Control Policy, said he could not confirm the report's conclusions on the size the government estimated overall US illegal drug use at $200 billion annually. Gettman's figures were based on several government reports between 2002 and 2005 estimating the United Sates produced more than 10,000 metric tons of marijuana annually. He calculated the producer price per pound of marijuana at $1,606 based on national survey data showing retail prices of between $2,400 and $3,000 between 2001 and 2005.

-Source: Source: DEA, New Delhi Country Office, Indian Subcontinent, Narcotics News Bulletin, November/December 2006, Page No-23.

মাদকাসক্তি চিকিৎসা ও পুনর্বাসন রিপোর্ট

ফেব্রুয়ারি/০৭ মাসে সরকারি মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রসমূহে ৪২৬ জন মাদকাসক্তের চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হয়। এর মধ্যে অন্তঃ বিভাগে ১২২ জন এবং বহিঃ বিভাগে ৩০৪ জন চিকিৎসা সেবা, পরামর্শ ও ফলোআপ সেবা প্রাপ্ত হয়। ফেব্রুয়ারি/০৭ মাসে নিরাময় কেন্দ্রভিত্তিক চিকিৎসা সেবার বিবরণ নিম্নরূপ

কেন্দ্রের নাম	অন্তঃ বিভাগ	বহিঃ বিভাগ	মোট	নতুন	পুরাতন
কেন্দ্রীয় মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র, ঢাকা	৫৫	১১৭	১৭২	১০৪	৬৮
মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র, চট্টগ্রাম	৩	৩	৬	৬	-
মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র, খুলনা	-	-	-	-	-
মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র, রাজশাহী	-	-	-	-	-
কেন্দ্রীয় কারাগার হাসপাতাল, যশোর	৪	৯৬	১০০	৬৩	৩৭
কেন্দ্রীয় কারাগার হাসপাতাল, রাজশাহী	৬০	৮৮	১৪৮	৫২	৯৬
কেন্দ্রীয় কারাগার হাসপাতাল, কুমিল্লা	-	-	-	-	-

রাজধানীতে র‍্যাব কর্তৃক ২৫০০ বোতল ফেন্সিডিল উদ্ধার

র‍্যাব-৩ এর একটি দল গত ৯ মার্চ রাতে সার্কিট হাউস রোডের একটি নির্মাণাধীন বাড়িতে অভিযান চালিয়ে দুই হাজার চারশত তেতাল্লিশ বোতল ফেন্সিডিল, একটি বিদেশী রিভলবার, দুটি পিস্তলের ম্যাগাজিন এবং ৩৫ রাউন্ড গুলি উদ্ধার করে। ঘটনাস্থল থেকে তারা আবুল কালাম, বাহার ও মনিরকে গ্রেফতার করে। জিজ্ঞাসাবাদে আসামীরা জানায় তারা টিটিপাড়ার মাদক ব্যবসায়ী নাসিরের সহযোগী হিসেবে দীর্ঘদিন এই অবৈধ ব্যবসা চালিয়ে আসছে। তারা নিজস্ব পরিবহনের মাধ্যমে রাজধানীর বিভিন্ন এলাকায় ফেন্সিডিল সরবরাহ করে থাকে।

অন্যদিকে র‍্যাব-২ এর একটি দল গত ১০ মার্চ তারিখ সকালে মোহাম্মদপুর টাউন হল এলাকায় অভিযান চালিয়ে হেরোইন বিক্রির সময় হাতেনাতে বেলাল হোসেন নামের এক মাদক ব্যবসায়ীকে গ্রেফতার করে। তার কাছ থেকে ২০ পুরিয়া হেরোইন ও হেরোইন বিক্রয়লব্ধ ৮১০ টাকা উদ্ধার করা হয়।

অবসর গ্রহণ

মাদকদব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের জামালপুর উপ-অঞ্চলের সহকারী উপ-পরিদর্শক জনাব মোঃ বেলায়েত হোসেন ১৪/০২/২০০৭ তারিখে প্রাক অবসর গ্রহণ প্রস্তুতিমূলক ছুটি (এলপিআর) তে গমন করেন। উক্ত ছুটি শেষে জনাব মোঃ বেলায়েত হোসেন ১৪/০২/২০০৮ তারিখে সরকারী চাকুরী হতে অবসর গ্রহণ করবেন।

রাসায়নিক পরীক্ষা সম্পন্ন নমুনার মাসিক প্রতিবেদন

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের কেন্দ্রীয় রাসায়নিক পরীক্ষাগারে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, পুলিশ, বিডিআর, কাস্টমস, র‍্যাব ও কোস্টগার্ডসহ সকল আইন প্রয়োগকারী সংস্থার দায়েরকৃত মাদক অপরাধ সংক্রান্ত মামলার আলামতের রাসায়নিক পরীক্ষা কার্য সম্পন্ন করা হয়। ফেব্রুয়ারি/০৭ মাসের রাসায়নিক পরীক্ষার চিত্র নিম্নরূপঃ

নমুনা প্রেরণকারী সংস্থা	মামলা সংখ্যা	রাসায়নিক পরীক্ষা সম্পন্ন ও রিপোর্ট সরবরাহ			পেন্ডিং/ স্থগিত
		পজিটিভ	নেগেটিভ	মোট	
মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর	৬৭৮	৬৭৪	৩	৬৭৭	১
পুলিশ	৭৪৫	৭৪১	১	৭৪২	৩
বিডিআর	৪	৩	১	৪	-
র‍্যাব	-	-	-	-	-
সর্বমোট	১৪২৭	১৪১৮	৫	১৪২৩	৪

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়, ১, সেগুনবাগিচা, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।
টেলিযোগাযোগ ঃ ৯৩৫৫৮৯৩, ৯৩৫৫৮৯৪, ৮৩১২২৪৯।